কাঁকরোল চাষের বিস্তারিত বিবরণী

কাঁকরোল এর জাতের তথ্য

জাতের নাম : আসামি

জনপ্রিয় নাম : আসামি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : নেই

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কিছুটা গোলাকার বীজ ।

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ফলগুলো গোলাকার ও বেঁটে এবং খেতে সুস্বাদু।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৯০ কেজি

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১২ - ১৪ টি মোথা

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : ফাল্গুন - বৈশাখ (মধ্য ফেব্রুয়ারি - মধ্য মে)

ফসল তোলার সময় : পরাগায়ণের দিন ১০-১৫ পর থেকে

তথ্যের উৎস : কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট,২১/১২/২০১৭

জাতের নাম : মনিপুরি

জনপ্রিয় নাম : মনিপুরি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : নেই

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ চ্যাপ্টা, আকারে কিছুটা বড় ।

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ফল কিছুটা লম্বাটে ও অপেক্ষাকৃত চিকন। তবে তুলনামূলক ফলন বেশি হয় এ জাতে।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯০ - ৯৫ কেজি

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-২৮ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১২ - ১৪ টি মোথা

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : ফাল্গুন - বৈশাখ (মধ্য ফেব্রুয়ারি - মধ্য মে)

ফসল তোলার সময় : পরাগায়ণের ১০-১৫ পর থেকে

তথ্যের উৎস : কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট,২১/১২/২০১৭

কাঁকরোল এর পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁকরোলে ৭৯.৪ গ্রাম জলীয় অংশ রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য পুষ্টিগুন ও রয়েছে যেমন, খনিজ পদার্থ-০.৯ গ্রাম,খাদ্যশক্তি-৮০ কিলোক্যালরি, আমিষ- ২.১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম- ৩৬ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন-৪১০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি-২-০.০৬ মিলিগ্রাম ও শর্করা-১৭.৪ গ্রাম ইত্যাদি।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

কাঁকরোল এর বীজ ও বীজতলার তথ্য

বর্ণনা : জমি ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে তৈরী করতে হবে।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : ১) দৈর্ঘ্যঃ জমির দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। ২) প্রস্থঃ ৩০০ সে.মি(১১৮ ইঞ্চি) । ৩) দুই বেডের মাঝে নালার প্রস্থ ৩০ সেমি (১২ ইঞ্চি) । ৪) দুই বেডের মাঝে নালার গভীরতা ২০ সেমি(৭.৮ ইঞ্চি) । ৫) প্রতি বেডে দুটি সারি থাকবে। ৬) লাইন থেকে লাইন দূরত্ব হবে ২০০ সেমি(৭৮.৭ ইঞ্চি) । ৭) প্রতি সারিতে ৬০X৬০X৬০ সেমি আকারের গর্ত তৈরী করতে হবে। ৮) মাদা থেকে মাদার দূরত্ব হবে ২০০ সেমি(৭৮.৭ ইঞ্চি) ।

বীজতলা পরিচর্চা : জমির উপরিভাগ সমান ও আগাছা দমন করতে হবে।
তথ্যের উৎস :কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট,২১/১২/২০১৭

কাঁকরোল এর চাষপদ্ধতির তথ্য

চাষপদ্ধতি :

জমি ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে তৈরী করতে হবে।জমির উপরিভাগ সমান ও আগাছা দমন করতে হবে।

১) দৈর্ঘ্যঃ জমির দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে।

২) প্রস্থঃ ৩০০ সে.মি(১১৮ ইঞ্চি) ।

৩) দুই বেডের মাঝে নালার প্রস্থ ৩০ সেমি (১২ ইঞ্চি) ।

৪) দুই বেডের মাঝে নালার গভীরতা ২০ সেমি(৭.৮ ইঞ্চি) ।

৫) প্রতি বেডে দুটি সারি থাকবে।

৬) লাইন থেকে লাইন দূরত্ব হবে ২০০ সেমি(৭৮.৭ ইঞ্চি) ।

৭) প্রতি সারিতে ৬০X৬০X৬০ সেমি আকারের গর্ত তৈরী করতে হবে।

৮) মাদা থেকে মাদার দূরত্ব হবে ২০০ সেমি(৭৮.৭ ইঞ্চি) ।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট,২১/১২/২০১৭

কাঁকরোল এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা : পানি জমেনা এমন এমন উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি এবং বেলে দো-আঁশ থেকে দো-আঁশ মাটি কাঁকরোল চাষের জন্য উপযোগী।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন
সার পরিচিতি :সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :
ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	হেক্টর প্রতি সার
পঁচা গোবর	৫-১০ টন
ইউরিয়া	২৪০ কেজি
টি এস পি	২০০ কেজি
এম ও পি	২০০ কেজি
জিপসাম	১০০ কেজি
ডলোচুন	১০০ কেজি

সারের নাম	শতক প্রতি সার
পঁচা গোবর	২০-৪০ কেজি
ইউরিয়া	৯৬০ গ্রাম
টি এস পি	৮০০ গ্রাম
এম ও পি	৮০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০০ গ্রাম
ডলোচুন	৪০০ গ্রাম

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

হেক্টর প্রতি ৫-১০ টন গোবর সার জমির তৈরির সময় ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। ২০০ কেজি হারে টিএসপি, ৮০ কেজি হারে এমওপি এবং ১০০ কেজি জিপসাম চারা লাগানোর ১৫ দিন আগে মাদার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। ২৪০ কেজি ইউরিয়া ও ১২০ কেজি এমওপি সার সমান ৩ ভাগে মোথা লাগানোর ২০, ৪০ এবং ৬০ দিন মাদার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। ডিএপি প্রয়োগ করলে টিএসপি এবং এমওপি প্রয়োগ করলে এমপি সার প্রয়োগ করবেন না। প্রতি কেজি ডিএপি সার প্রয়োগে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম দিন। মাটি অধিক অম্লীয় হলে হেক্টরপ্রতি ৮০-১০০ কেজি ডলোচুন শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। মাটির উর্বরতা বা মাটি পরীক্ষা করে সার দিলে মাত্রা সে অনুপাতে কম বেশি করুন।

তথ্যের উৎস : কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট,২১/১২/২০১৭

কাঁকরোল এর সেচের তথ্য

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

জমি একেবারেই শুকিয়ে গেলে হালকা সেচ দিয়ে নিড়ানি দিন।বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের পানি জমিতে জমতে দিবেন না ।এর পর কোদাল/নিড়ানি দিয়ে মাটির ওপরের চটা ভেঙে দিন ।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি : কলসি দিয়ে ড্রিপ সেচ দিন ।কলসির নিচে ড্রিল মেশিন দিয়ে ছোট ছিদ্র করে তাতে পাটের আঁশ প্রবেশ করাতে হবে । কলসি মাদার মাঝখানে এমন ভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্র ও আঁশ মাটির নিচে থাকে । কলসির ছিদ্রের সাথে যুক্ত পাটের আঁশ আস্তে আস্তে গাছের গোঁড়ায় পানি সরবরাহ করবে । মাদা সবসময় ভিজা থাকবে ফলে লবনাক্ত পানি উপরে উথে আসবেনা ।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

কাঁকরোল এর আগাছার তথ্য

আগাছার নাম : শিয়াল কাঁটা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : বীজ দিয়ে বংশ বিস্তার ঘটে।শীতের শুরুতে চারা জম্মায়, বসন্তে তথা ফাল্গুন-চৈত্রে ফুল ফোটে এবং চৈত্র- বৈশাখে বীজ পাকে।

প্রতিকারের উপায় : জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করতে হবে। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়ানি দিয়ে আগাছা দমন করতে হবে।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে ।মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয় ।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই ।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে।খরা সইতে পারে । এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয় ।মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আলো বা ছায়াতে এর বিচরণ ।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই ।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : শ্যামা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে।মে থেকে আগস্ট মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই ।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে।জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন । চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

কাঁকরোল এর আবহাওয়া ও দুর্যোগ তথ্য

বাংলা মাসের নাম : ফাল্গুন

ইংরেজি মাসের নাম : জুন

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : ঝড় বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি : সারিতে বুনুন, যাতে জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার নালা রাখুন। জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করা ব্যবস্থা রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি : তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

প্রস্তুতি : সারিতে বুনুন,যাতে জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার নালা তৈরী করা যায়। জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করা ব্যবস্থা রাখুন।

তথ্যের উৎস :দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

কাঁকরোল এর পোকার তথ্য

পোকার নাম : ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : কীড়া সাধারণত গাছের ডগায় এবং ফলে থাকে। এবং ১-১.৫ ইঞ্চি বড় মথ।

ক্ষতির ধরণ : প্রথম দিকে গাছের কচি ডগা খেয়ে ফেলে, ফল আসলে ফলের ভেতর ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : লার্ভা, কীড়া, নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা ডালপালা পুঁতে দিতে হবে যাতে পাখি এসে পোকা খেতে পারে।

অন্যান্য : ১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা নিমবীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে, ছেঁকে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : ফলের মাছি পোকা

পোকা চেনার উপায় : ৫৭-১০ মিমি লম্বা লালচে বাদামি মাছির ঘাড়ে হ্লুদ দাগযুক্ত রেখা আছে। পাখা সবচ্ছ। পাখার নিচের দিকের কিনারায় কালো দাগ আছে।পেট মোটা, স্ত্রী মাছির পেছনে সরু ও চোখা ডিম পাড়ার সুঁইয়ের মতো নল আছে। ডিম সাদা নলের মতো এবং এক দিকে বাঁকা।

ক্ষতির ধরণ : স্ত্রী মাছি কচি ফলের নিচের দিকে ওভিপজিটর ঢুকিয়ে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার স্থান থেকে পানির মত তরল পদার্থ বেড়িয়ে আসে যা শুকিয়ে বাদামী রং ধারন করে । ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ফলের শাস খেতে শুরু করে এবং ফল বিকৃত হয়ে যায় এবং হলুদ হয়ে পঁচে ঝরে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : লার্ভা, কীড়া, নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : জমি পরিস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন । উত্তমরুপে জমি চাষ দিয়ে পোকার পুত্তলি পাখিদের খাবার সুযোগ করে দিন।

অন্যান্য : কচি ফল কাগজ বা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিন । প্রথম ফুল আসা মাত্র প্রতি ১০ শতাংশের জন্য ৩ টি হারে কুমড়াজাতীয় ফসলের ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।আম বা খেজুরের রসে সামান্য বিষ মিশিয়ে তা জানালা কাটা বোতলে রেখে দিয়ে জমির মাঝে মাঝে ফাঁদ হিসেবে স্থাপন করুন।পাকা মিষ্টি কুমড়া বা কুমড়া জাতীয় ফল ১০০ গ্রাম কুচি কুচি করে কেটে তাতে সামান্য বিষ (যেমন- সপসিন ০.২৫ গ্রাম) মিশিয়ে তা দিয়ে বিষটোপ তৈরী করে মাটির পাত্রে মাঝে মাঝে ফাঁদ হিসেবে স্থাপন করুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বিষটোপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

হলুদ ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক

পোকামাকড় জীবনকাল : লার্ভা, পূর্ণ বয়স্ক, নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া বায়োনিম প্লাস স্প্রে করা যেতে পারে ।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : পরিছন্ন চাষাবাদ করুন । নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করুন ।

অন্যান্য : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে।আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০ গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫ গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : কাঁঠালে পোকা

পোকা চেনার উপায় : ছোট ডিম্বাকার ও লালচে বা হলদে রঙ্গের শক্ত আবরণের পোকা। কীড়া হলদে রঙ্গের ও চ্যাপ্টা, লম্বাটে।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণ বয়স্ক বিটল ও গ্রাব উভয়েই পাতা খায় । আক্রন্ত পাতা ঝাঁঝরা করার ফলে পাতা শুকিয়ে যায় এবং ঝরে পাড়ে ।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : জমি পরিস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। পরজীবী বোলতা সংরক্ষণ করুন। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য : গাছের পাতার নিচ দিক দিয়ে ছাই ছিটান। ডিম ও কীড়া নষ্ট করা এবং পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বিষটোপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : সাদা মাছি পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট হলুদাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : গাছের রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছ শুকিয়ে যায় । পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পরতে পারে। এই পোকা এক ধরণের রস ছড়িয়ে দেয়, যেখানে বিভিন্ন ছত্রাক আক্রমণ করে । ফলে দূর থেকে আক্রান্ত গাছকে নিস্তেজ ও কালো দেখায়। গাছের বৃদ্ধি খুবই কম হয়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক

পোকামাকড় জীবনকাল : লার্ভা, পূর্ণ বয়স্ক, নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা , সম্পূর্ণ গাছ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া বায়োনিম প্লাস স্প্রে করা যেতে পারে ।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে।আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : থ্রিপস পোকা

পোকা চেনার উপায় : লম্বাটে, ধুসর, ছোট

ক্ষতির ধরণ : কচি পাতা,ডগার রস খেয়ে দুর্বল করে ফেলে। ফুল ও কচি ফল চুষে দাগ ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , কচি পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া বায়োনিম প্লাস স্প্রে করা যেতে পারে ।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : পরিছন্ন চাষাবাদ করুন । সুষম সার প্রয়োগ করুন । নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ ।আক্রমণের শুরুতে কিছু পেঁয়াজ,রসুন এ জাতীয় বা ধানের বীজতলা কাছে থাকলে সতর্ক থাকুন।

অন্যান্য : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে।আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০ গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫ গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

কাঁকরোল এর রোগের তথ্য

রোগের নাম : শুটি মোল্ড

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত পাতা ও গাছে গায়ে কাল রংগের কালির মত ময়লা দেখা যায়। সাদা মাছি বা স্কেল পোকার আক্রমণে সুটি মোল্ড ছত্রাক এ রোগ ছড়ায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা : পোকা দমনের জন্য ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন। এবংছত্রাক দমনে প্রপিকোনাজল জাতীয় বালাইনাসক (যেমন: টিল্ট ২৫০ ইসি ৫ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : ১. আগাম বীজ বপন করুন ২. সুষম সার ব্যবহার করুন ৩. রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করুন

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছের অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করা ।

তথ্যের উৎস : ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : ডাউনি মিলডিউ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : বয়স্ক পাতায় এ রোগ প্রথম দেখা যায়। আক্রান্ত পাতার গায়ে সাদা বা হলদে থেকে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে অন্যান্য পাতায় ছড়িয়ে পড়ে ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা

ব্যবস্থাপনা : ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম)১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন । স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : ১. আগাম বীজ বপন করুন ২. সুষম সার ব্যবহার করুন ৩. রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করুন

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করা ।

তথ্যের উৎস : ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : মোজাইক ভাইরাস রোগ

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : চারা বা বাড়ন্ত গাছের পাতায় হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা : জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। সকাল বেলা গাছে ছাই ছিটিয়ে দিলে এই পোকা গাছ থেকে পড়ে যাবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : রোগাক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহসহ জমি নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে জাব পোকা ,শোষক পোকা ও জেসিড পাশের জমি বা এ ফসলে আসে কি না তা জেনে ব্যবস্থা নিন ।

অন্যান্য : রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। আক্রান্ত বীজ ও বাতাসের মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সাদা মাছি এ রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০ গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫ গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কাঁকরোল এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : কচি অবস্থায় সংগ্রহ করা উচিত। ফুল ফোটার ১০-১২ দিন পর সংগ্রহের উপযোগী হয়। এমন পর্যায়ে সংগ্রহ করা উচিত যখন ফলটি পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু পরিপক্ক হয়নি। বেশি পাকা ফলের বীজ শক্ত হয়ে যায় এবং খাবার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। জাত ও পরিচর্যার উপর পটলের ফলনের তারতম্য হয়। সাধারনৎ সবুজ জাতের ফল সবুজ থাকতে সংগ্রহ করতে হবে ।হলুদ রঙ ধারন করতে থাকলে বুঝতে হবে বাড়তি হয়ে যাচ্ছে ।

তথ্যের উৎস : কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট,২১/১২/২০১৭

কাঁকরোল এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন : এর স্ত্রী ও পুরুষ ফুল আলাদা গাছে ফোটে। বীজ দ্বারা এর বংশবিস্তার করা হয় না। কন্দমূল দিয়ে বংশবিস্তার করুন। কান্ড মরে গেলেও মূল জীবিত থাকে। শীতের শেষে কন্দ থেকে নতুন চারা বের হয়।পুরুষ ও স্ত্রী গাছকে আলাদা আলাদা চিহ্নিত করুন ।

বীজ সংরক্ষণ: এ কন্দমূল মাটিতে সংরক্ষন করতে হবে। তবে চিহ্নিত থাকতে হবে কোনটি পুরুষ ও স্ত্রী গাছের কন্দমূল । কারন কন্দমূল রোপণ করার জন্য ৯০ঃ১ অনুপাতে স্ত্রী ও পুরুষ গাছ রোপণ করতে হয় ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কাঁকরোল এর কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
১। সরকারি অণুমোদিত সকল বীজ ডিলার

২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান : বিএডিসি এর সার বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার অনুমোদিত সার ডিলার।গোবর/ জৈব সার প্রাপ্তি সাপেক্ষে। বালাইনাশক স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কাঁকরোল এর খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : কোদাল

ফসল : কাঁকরোল

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা : আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যায় ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস : খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : পাওয়ার স্প্রে

ফসল : কাঁকরোল

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : স্বয়ংক্রিয়

যন্ত্রের ক্ষমতা : শক্তিচালিত

যন্ত্রের উপকারিতা : দক্ষতার সাথে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক হস্ত চালিত স্প্রেয়ার থেকে অল্প সময়ে(৫গুণ) অধিক পরিমাণ জমিতে প্রয়োগ করা যায়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : বেশ কয়েক বছর অন্য ফসলের জন্যও ব্যবহার করা যায়।

রক্ষণাবেক্ষণ : চাষাবাদের পর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করে রক্ষণাবক্ষেণ এবং পরবর্তী সময়ে ব্যবহার উপযোগীকরণ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : খুরপি/ নিড়ানি /কাঁচি/ হাসুয়া

ফসল : কাঁকরোল

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা : আগাছা বাছাই। ফসল তোলা ও পরিচর্যা।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস : খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

কাঁকরোল এর বাজারজাত করণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : ভ্যান,ট্রলি, পিকাপ ট্রাক,লঞ্চ, শীতাতপ কাভার্ড ভ্যাব,কার্গো বিমানে।

প্রথাগত বাজারজাত করণ : বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে স্থানীয় হাট বাজারে

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ : গ্রেডিং/ বাছায়ের পরে আস্ত/ কেটে প্যাকেটজাত করে ।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট,২১/১২/২০১৭